



139434 - মসজিদে ওয়াক্ফ সম্পত্তি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা নাজায়েযে

প্রশ্ন

কোন মুসলিম কি মসজিদে মালিকানাধীন জমির উপর একটি মার্কেটে নির্মাণ করে স্টেট প্রচালনা করতে পারে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে জমিটির উপর তিনি ব্যক্তি মালিকানাধীন মার্কেটে নির্মাণ করতে চাচ্ছেন স্টেট যদি মসজিদ বানানোর জন্য ওয়াক্ফকৃত জমি হয়; অর্থাৎ স্টেট নামাযের জন্য প্রস্তুতকৃত মসজিদে অংশ বিশেষে হয় কথিবা মসজিদে অনুবর্তী হয়: তাহলে এই জমিকে কোন অবস্থাতে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে বা ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা জায়েযে হবে না। বরং এটি হবে আল্লাহর অধিকারের উপর ও মুসলমানদের অধিকারের উপর সীমালঙ্ঘন।

আর যদি স্টেট মসজিদে ব্যবহারের জন্য ও মসজিদে খরচ প্রচালনার জন্য ওয়াক্ফকৃত হয় তাহলে সেখানে মার্কেটে নির্মাণ করতে কোন বাধা নেই। তবে স্টেটকে ব্যক্তি মালিকানায় নেয়া যাবে না। বরং স্টেট মসজিদে ওয়াক্ফ সম্পদ হিসেবেই থাকবে। এই সম্পত্তি থেকে যা উপার্জন হবে স্টেটকে মসজিদে জন্য ব্যয় করা হবে কথিবা ওয়াক্ফকারীর শর্ত মতোভাবে অন্য কোন কল্যাণজনক খাতে ব্যয় করা হবে।

শাইখ বনি বায়কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

মসজিদে আঙুগনিতে থাকার জন্য বাসা বানানোর হুকুম কী। উল্লেখ্য, এই আঙুগনিটি মসজিদে একটি হলরুমের অংশ বিশেষে, যেখানে নামাযের জামাত হয়। যদি সেখানে বাসাটি বানানো হয় সেক্ষেত্রে মসজিদ কর্তৃপক্ষের উপর কী করা আবশ্যকীয়?

জবাবে তিনি বলেন:

মসজিদে জায়গার উপর কোন কিছু বানানো যাবে না। যদি জায়গাটি মসজিদে অনুবর্তী হয়; তাহলে এতে কোন কিছু নির্মাণ করা যাবে না। বরং মসজিদে সম্প্রসারণ হিসেবে এটি থেকে যাবে এবং মুসল্লি বাড়লে সেখানে নামায পড়া হবে। এর মধ্যে কোন কিছু বানানো যাবে না। বরং এটি মসজিদে সম্প্রসারণ হিসেবে থাকবে। যদি কোন কিছু থাকে এবং ইমাম, মুয়াজ্জনি, লাইব্রেরী বা মসজিদে প্রয়োজনে কোন কিছু করতে হয় তাহলে মসজিদে বাহিরে নির্মাণ করতে হবে। কথিবা দানকারীদের দান দিয়ে কোন একটা জমি ক্রয় করে স্টেট দিয়ে করতে হবে। মূল কথা হলো মসজিদে আঙুগনি বা প্রাঙ্গণ মসজিদে



সম্প্রসারণ হিসেবে থাকে যাবে।[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে বায (৩০/৮৩-৮৪)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।